প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম: উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য:

অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দের বানানের কিছু নিয়ম:

১. সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ হবে। যেমন: বাড়ি, ইংরেজি, বাঙালি, সরকারি,খুশি, দাবি, দিঘি ইত্যাদি।

২. অ-তৎসম শব্দের বানানে ণ এর ব্যবহার হবে না। যেমন: ঝরনা, ধরন, অঘ্রান, পরান ইত্যাদি।

৩. অ-তৎসম শব্দের বানানে ষ এর ব্যবহার নেই। যেমন: শখ, সাদা, পোশাক, জিনিস, নাশতা, স্মার্ট, পুলিশ ইত্যাদি।

৪. অ-তৎসম সকল শব্দে ও রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: কর্জ, কোর্তা, সর্দার, মর্দ ইত্যাদি।

৫. অ-তৎসম শব্দ খুদ, খুদে, খিদে, খুর, খেত ইত্যাদি লেখা হবে।

৬. সর্বনাম,বিশেষণ, ক্রিয়া- বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ- কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: কী আর বলব? তোমার কী? এটা কী বই?
কী খেলে? কী আনন্দ!
কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে!

অন্য ক্ষেত্রে যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে সেসব বাক্যে কি হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: সে কি এসেছিল?
তুমি কি যাবে?

৭. পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন: ছেলেটি, লোকটি, বইটি।

৮. আলি- প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন: মিতা+আলি=মিতালি, রাখ+আলি=রাখালি, সোনা+আলি=সোনালি ইত্যাদি।

৯. বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহুক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন: ভালো, মতো, কালো, করানো, হলো, বলো ইত্যাদি।

১০. হস্-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: কাত, তছনছ,টক, কলকল,ঝরঝর,টক, চট ইত্যাদি।

তবে যদি ভুল উচ্চারণ বা অর্থবিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে তাহলে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন: উহ্, যাহ্, কর্, ধর্, বল্ ইত্যাদি।

১১. ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: চাল(=চাউল), করল(=করিল), বলে (=বলিয়া), আল(=আইল) ইত্যাদি।

১২. আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও-কার যুক্ত করা হবে। যেমন: বলানো, করানো, খাওয়ানো, নামানো, পাঠানো ইত্যাদি।
...

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা (বৈকালিক)
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।